# দ্যা ফাইনাল ম্যাসেঞ্জার

ড. মাজিদ আলি খান

অনুবাদ
রেজায়ি সেন্টার

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

# ১

# আরব উপদ্বীপের ঐতিহাসিক পটভূমি

## মানবসভ্যতার শুরুর কথা

ইসলাম; আল্লাহ তায়ালার নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা, যার সূচনা হয়েছিল পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব এবং সর্বপ্রথম নবি আদম ﷺ থেকে। তাঁর পরে প্রেরিত নুহ, ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইউসুফ, মুসা, সোলায়মান ও ঈসা ﷺসহ সকল নবি-রাসূল এই একই তাওহিদবাদী ধর্ম 'ইসলাম' প্রচার করেছিলেন। আর মানুষকে ডেকেছিলেন এক আল্লাহ তায়ালার দিকে। যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে অবশেষে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয় আল কুরআন; যা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাধুনিক বিধান।

> 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।' সূরা মায়েদা : ৩

অধিকাংশ নবিগণেরই আগমন ঘটেছে মধ্যপ্রাচ্যে। মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তৃতি বর্তমান পারস্য (ইরান) থেকে শুরু করে মিশর পর্যন্ত। ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর, আরব উপদ্বীপ, তুরস্ক (আনাতোলিয়া, এশিয়া মাইনর) ও ইরান মানচিত্রের 'অর্ধচন্দ্রাকার' অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত, যা ছিল ইসলামের উর্বর ভূমি। ইতিহাসবিদগণ এ বিষয়ে একমত, এটিই হলো মানবসভ্যতার আদি বাসস্থান।[১] একে ঘিরেই পৃথিবীর আদি সভ্যতাগুলোর আবির্ভাব ঘটেছে। ঐতিহাসিকভাবেও মধ্যপ্রাচ্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মনুষ্যসভ্যতার যত প্রাচীন, আকর্ষণীয় ও স্থায়ী আবিষ্কার রয়েছে—সবই এ অঞ্চলের উপহার। অঞ্চলটি বিজ্ঞান, শিল্পকলা, দর্শন ও সাহিত্য ইত্যাদি বহু ঐতিহ্যকে বর্তমান প্রজন্মের মননে প্রোথিত করেছে। মধ্যপ্রাচ্যই পৃথিবীর একমাত্র অঞ্চল, যা মানবসভ্যতার ইতিহাসের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার বছরের সমৃদ্ধ সভ্যতার স্মৃতি ধারণ করছে।

মেসোপটেমিয়ার (বর্তমান ইরাক) সুমেরীয় ও মিশরের হ্যামাইট জাতি নগরসভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা।[২] প্রাক-সেমিটিক সুমেরীয়দের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি প্রভাব বিস্তার

---

১. পি. কে. হিট্টি, 'The Near East in History', নিউ ইয়র্ক (১৯৬১), পৃ.-৩

২. পি. কে. হিট্টি, 'The Near East in History', নিউ ইয়র্ক (১৯৬১), পৃ.-৩২

করেছিল দজলা-ফোরাত উপত্যকা জুড়ে; ছড়িয়ে পড়েছিল আশপাশের অঞ্চলগুলোতেও। সেমিটিক ছাড়াও তারা অন্য আরেকটি ভাষায় কথা বলত। ধারণা করা হয়, এরা ভূমধ্যসাগরীয় ও ককেশীয়দের মিশ্র জাতি।

লম্বাটে মাথা ও অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার ভূমধ্যসাগরীয়রা আদিতে উত্তর আফ্রিকায় বাস করত, যারা হ্যামাইট নামে পরিচিত। ধারণা করা হয়, এরা নুহ ﷺ-এর দ্বিতীয় সন্তান হামের বংশধর। পরবর্তী সময়ে ভূমধ্যসাগরীয়দের একাংশ ইউরোপের দক্ষিণাংশে প্রত্যাবর্তন করে। এরাই স্পেন, দক্ষিণ ফ্রান্স, ইতালি, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ এমনকী ব্রিটেন ও জার্মানির অধিকাংশ মানুষের পূর্বপুরুষ।[৩] হ্যামাইটদের আরেক অংশ 'বাব আল মানদিব' হয়ে আরব উপদ্বীপে চলে আসে। পরিশেষে 'অর্ধচন্দ্রাকার' অঞ্চলে পৌঁছায়। এ সময় তারা এসব অঞ্চলের আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে যায়। তারাই মূলত সুমেরীয়দের আদি পুরুষ।

আর্মেনীয়দের (যারা আলপাইন হিসেবেও পরিচিত) বৃহৎ ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর (আর্য) বংশোদ্ভূত বলে মনে করা হয়। আর্যরা দেখতে গোলগাল মাথা, বলিষ্ঠ গড়ন ও মাঝারি উচ্চতার। এদের জন্মভূমি মধ্যে এশিয়া অথবা পশ্চিম এশিয়া; সম্ভবত উত্তর ককেশীয় শুষ্ক অঞ্চল। বহু পূর্বে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি দুটো বৃহৎ শাখায় বিভক্ত হয়েপড়ে। একটি শাখা পূর্ব ও মধ্য ইউরোপ হয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছে। গ্রিক, কেলটিক, জার্মান এবং খুব সম্ভবত স্ক্যান্ডিনেভিয়ানসহ আর্মেনীয় বা আলপাইন হিসেবে বিবেচিত সকল জাতির পূর্বপুরুষ এরাই। ইন্দো-ইউরোপীয়দের অন্য শাখাটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলে যায় এবং পারস্য মালভূমি অঞ্চলে বসতি গড়ে। এই গোষ্ঠীটিই প্রাচীন পারসিয়ান ও মেডাসদের পূর্বপুরুষ। এদের একটা অংশ সিন্ধু ও ভাগীরথী উপত্যকা হয়ে পর্বতাঞ্চল পেরিয়ে উত্তর ভারতে বসবাস শুরু করে। ঠিক একই সময়ে আর্মেনীয়দের একাংশ আনাতোলিয়া, সিরিয়া ও লেবানন হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের 'অর্ধচন্দ্রাকার' অঞ্চলে এসেছিল।[৪]

সেমিটিকরা নুহ ﷺ-এর জ্যেষ্ঠপুত্র শাম-এর বংশোদ্ভূত। সেমিটিকদের মূল আবাস মানবজাতির অন্যতম আদি বাসস্থান আরব উপদ্বীপে। সেখান থেকে তারা 'উর্বর অর্ধচন্দ্রাকার' অঞ্চলের উত্তরে চলে যায়।[৫] সেমিটিকদের থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাবিলনীয়, আশুরীয়, লেবাননের ফিনিশীয়, সিরীয় ও হিব্রু ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠী অন্যতম।[৬] তবে আধুনিক ধারণামতে—সুমেরীয়, হেমাইট, সেমিটীয়রা জাতিগত পরিচয়ের পরিবর্তে ভাষাগত গোষ্ঠী হিসেবেই বেশি বিবেচিত। সেমিটীয় তাকেই বলা হয়—যিনি আরবি, আসিরীয় বা ব্যাবিলনীয়, আরামাইক বা সিরীয়, হিব্রু কিংবা ইথিওপীয় ইত্যাদি ভাষায় কথা বলেন। এসব ভাষার সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং সবগুলোই সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

---

৩. পি. কে. হিট্টি, 'The Near East in History', নিউ ইয়র্ক (১৯৬১), পৃ.-৩৩

৪. পি. কে. হিট্টি, 'The Near East in History', নিউ ইয়র্ক (১৯৬১), পৃ.-৩৩

৫. সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী, 'তারিখে আরদুল কুরআন', আজমগড় (ভারত), (১৯৫৫), খণ্ড-১, পৃ.-১০৯-১১৩; পি. কে. হিট্টি, 'The Near East in History', নিউ ইয়র্ক (১৯৬১), পৃ.-৩৩

৬. সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী, 'তারিখে আরদুল কুরআন', আজমগড় (ভারত), (১৯৫৫), খণ্ড-১, পৃ.-১০৯-১১৩; পি. কে. হিট্টি, 'History of The Arabs', লন্ডন, (১৯৫৮), পৃ.-৩-১৩

# ৩

# আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক পটভূমি

## ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়া

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত জাজিরাতুল আরব বা আরব-উপদ্বীপ তিন দিকে সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত; পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে আরব উপসাগর ও ওমান উপসাগর এবং দক্ষিণে আরব সাগর উপদ্বীপটির বৈচিত্র্যতায় এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছে। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পূর্বে তৎকালীন বিশ্ব-মানচিত্রে আরব উপদ্বীপ ছিল সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রস্থল। আরব উপদ্বীপটি (জাজিরাতুল আরব) এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে অর্থাৎ তিনটি মহাদেশের মিলনস্থলে অবস্থিত। উপদ্বীপের তালিকায় ১,৩০০,০ বর্গমাইলজুড়ে বিস্তৃত অঞ্চলটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ।[৭] হেজাজ, নজদ, ইয়েমেন ও ওমানসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগে বিভক্ত উপদ্বীপটি ভৌগোলিকভাবে মূলত আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির একটি সম্প্রসারিত অঞ্চল, যা নীলনদ ও লোহিত সাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন।

আরব উপদ্বীপের সমুদ্রতীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উচ্চতা প্রায় ৬০ থেকে ৯০ ফুট। ইসলামের উৎপত্তিস্থল পবিত্র মক্কা ও মদিনা শহর হেজাজের অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র উপদ্বীপটি শুষ্ক। এর দক্ষিণাংশ ইয়েমেনই একমাত্র এলাকা—যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও চাষাবাদ হয়। উত্তরে অবস্থিত নজদ পশু পালকদের জন্য উত্তম চারণভূমি। বাকি প্রায় সমগ্র উপদ্বীপটি অনুর্বর, বিক্ষিপ্ত মরুভূমিতে ভরপুর।

আরবের এই বিশাল এলাকাজুড়ে (বর্তমান সৌদি আরব) মাত্র ৭৭, ০০,০ (১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ) জন মানুষ বাস করে। কেননা, অঞ্চলটির বৃহদাংশই বালুকাময় মরুভূমি এবং প্রায় অর্ধেকের বেশি জায়গা বসবাসের অযোগ্য। গ্রীষ্মকালে এখানে অত্যধিক গরম পড়ে। এর উপকূলবর্তী অঞ্চল পৃথিবীর সর্বাধিক উষ্ণ অঞ্চল; থার্মোমিটারে যার তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে ১১৮-১৩৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে।

এখানে চিরসবুজ কোনো নদী নেই, আর না আছে কোনো বনভূমি। গোটা আরবে চারটি জলাশয় বিদ্যমান : আহসা, খারজ, আফলাজ ও নাজরান—যেগুলোকে পুরোপুরি লেক বা হ্রদ বলা যায় না। এ ছাড়া উপদ্বীপের বিভিন্ন অংশ বিশেষত মদিনা, তায়েফ, ইয়েমেন, হাজরামাউত, ওমান ও মক্কায় অনেকগুলো ঝরনা ও কূপ রয়েছে। তন্মধ্যে মক্কায় অবস্থিত জমজম কূপ পৃথিবীজুড়ে বিখ্যাত।

---

[৭]. মুহাম্মাদ রাবে নদভী, 'জুগরাফিয়াতু জাজিরাতুল আরাব', লখনৌ, ১৯৬২, খণ্ড-১ পৃ.-১৭৫

উপদ্বীপটি প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত—

১. নজদ : এটি মরুভূমির মূল কেন্দ্র। অনেকগুলো উপত্যকা ও মরূদ্যান অঞ্চলটিকে জনমানুষের আবাসযোগ্য করে তুলেছে।

২. উত্তর দিকে নুফুদ, পূর্বে দাহনা ও দক্ষিণে রুবআল প্রায় গোটা বালুকাময় অঞ্চল নজদকে বেষ্টন করে আছে।

৩. বিশাল বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূলবিশিষ্ট সিরিয়া মরুভূমি (বাদিয়াতুশ-শাম), মাদইয়ান, হেজাজ, আসির, ইয়েমেন, হাজরামাউত, ওমান ও হাসা (আল আহসা) দ্বিতীয় অংশকে (উপরোল্লিখিত বালুকাময় অঞ্চল) বেষ্টন করে আছে। এর কোনো অংশ বৃক্ষলতাহীন অনুর্বর, আবার কোনো অংশ কমবেশি জনবহুল ও আবাদযোগ্য। হাজরামাউতের কিছু এলাকা এবং ইয়েমেন ও আসিরের উঁচু অঞ্চলের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া সেখানকার নিয়মিত বৃষ্টিপাত ও মাটির উর্বরতায় ভূমিকা রেখেছে। এ ছাড়া জাবালে আখবার থেকে প্রবাহিত পানির সাহায্যে ওমানে চাষাবাদ করা হয়। এটি অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি উৎপাদনশীল। তদ্ভিন্ন মাদইয়ান, কাসিম ও হাসানের মরূদ্যানগুলোও কিছুটা উর্বর।

**আরবীয় পণ্য ও প্রাণী**

ধনী, অভাবী সবার বন্ধু খেজুর গাছ আরবের প্রধান বৃক্ষ। জনপ্রিয় সুস্বাদু খেজুর উৎপাদন ছাড়াও এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। গাছের শাখা পল্লি অঞ্চলে ঘরের ছাউনি তৈরিতে কাজে লাগে; খেজুরের আঁটি গুঁড়ো করে উটের খাদ্য তৈরি করা হয়। আর বাকলের শক্ত আঁশ দিয়ে রশি তৈরি করা হয়।

খেজুর ছাড়াও তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি উৎপাদিত হয়। উপদ্বীপের সবচেয়ে উর্বর ভূমি ইয়েমেনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গম, কফি ও ফলফলাদি উৎপন্ন হয়।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট, ঘোড়া, ভেড়া ও বকরি অন্যতম। উটকে বলা হয় মরুভূমির জাহাজ। উট শুধু পণ্য-সামগ্রী বহনেই কাজে লাগে না; এর মাংস ও দুধও অনেক উপকারী। তৎকালীন সমাজে যৌতুক, রক্তের মূল্য পরিশোধ, জুয়ার পুরস্কার, গোত্রপতিদের সম্পদ ইত্যাদি সবকিছুর হিসাব করা হতো উটের সংখ্যার ভিত্তিতে। উমর رضي الله عنه একবার বলছিলেন—'উটের সমৃদ্ধিই হলো আরবদের সমৃদ্ধি।' উল্লেখ্য, ইসলামের প্রাথমিক যুদ্ধগুলোতে উটের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

# ৫

# মক্কায় মিশন

## হেরা গুহায় ধ্যান

ক্রমেই নবিজির ব্যবসায়িক কাজে আগ্রহের কুপি নিভুনিভু করতে লাগল। মক্কার সন্নিকটে প্রখ্যাত 'হেরা' গুহায় তিনি প্রায়শই ধ্যানমগ্ন থাকতেন।[৮] কখনো কখনো দীর্ঘ মাস-রজনি পার হয়ে যেত মগ্নতায়; বিশেষত রমজানে। সাধারণত তিনি সঙ্গে কিছু খাবার ও পানীয় নিয়ে যেতেন। সেগুলো শেষ হলে আবার ফিরে আসতেন। মূলত সেখানে তিনি ধ্যান করতেন, মহান আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা করতেন আর ভাবতেন, জীবনের এত এত সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করা যায়। এ সময়গুলোতে আল্লাহর মহিমাস্বরূপ নবিজির কিছু স্বপ্ন বাস্তবেও ঘটে যেত।[৯]

এভাবে রাসূল ﷺ মানুষের প্রতিমাপূজা আর অমানবিক কার্যাবলি নিয়ে গভীর চিন্তিত থাকতেন। প্রিয়নবির বয়স তখন চল্লিশ ছুঁইছুঁই। চিন্তার অভিপ্রায়ও দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। মানুষের আদর্শিক ও নৈতিক পদস্খলন, কানুনিক হাল-হাকিকতের বিকৃতি তাঁর মননে গভীর রেখাপাত করত। তিনি ডুব দিতেন চিন্তার অতলে। সর্বদা সন্ধানে রত থাকতেন সত্য-সঠিক পথের। ছিলেন দিক্‌ভ্রান্তও। যেমনটা পরবর্তী সময়ে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

'তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথহারা; অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।' সূরা দোহা : ৭

## ওহির আবির্ভাব

সত্য পথের খোঁজে নবিজি প্রায় সাত বছর হেরা গুহায় যাতায়াত করেন। নবুয়তপ্রাপ্তির ঠিক পূর্বের ছয় মাস যাতায়াতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। আর এ সময় ঘনঘন সত্য স্বপ্ন দেখতে থাকেন।

এবার তিনি পৌঁছে যান প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও বুঝের পূর্ণতার বয়স চল্লিশে। এ বয়সে মানুষের ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা পায়, পাশবিক আচরণগুলো দূরীভূত ও যুবাসুলভ আকাঙ্ক্ষাগুলো মরে গিয়ে আত্মিক কারদানি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়।

৬১০ খ্রিষ্টাব্দের রমজান মাসের কোনো একদিন (মুহাম্মাদ ইবনে সাদের মতে ১৭ রমজান) নবিজি সেই গুহায় গভীর ধ্যানমগ্নতায় নিমগ্ন। চারদিকের পরিবেশ অন্যদিনের চাইতে একটু বেশি নিঝুম,

---

৮. বুখারি, অধ্যায় : 'বাবুল ওয়াহি', খণ্ড-১, পৃ.-২; আল্লামা শিবলি নোমানি, 'সিরাতুন-নবি', আজমগড় (ভারত), ১৯৬২, খণ্ড-১, পৃ.-১৯৯; ইবনে খালদুন, 'তারিখ', বৈরুত, (১৯৬৬), খণ্ড-২, পৃ.-৭১৪

৯. আবদুর রহমান সুহাইলি, 'আর রাউদুল উনুফ', খণ্ড-১, পৃ.-১৫৩; ইবনে সাদ, 'আত-তাবাকাতুল কুবরা', বৈরুত, ১৯৬০ (১৩৮০), খণ্ড-১, পৃ.-১৯৪; বুখারি, অধ্যায় : 'বাবুল ওয়াহি', খণ্ড-১, পৃ.-২; মুহাম্মাদ ইবনে জারির আত-তাবারি, 'তারিখুর-রুসূল ওয়াল মুলুক', কায়রো, ১৯৬০, খণ্ড-২, পৃ.-২৯৮

নিস্তব্ধ, নিশ্চল। এ সময় তিনি ফেরেশতা জিবরাইল عليه السلام-কে দেখতে পান। তিনি নবিজিকে পড়তে আদেশ দেন।[১০] ভয়ে, আতঙ্কে তিনি থরথর করে কেঁপে উঠলেন। নবি ﷺ ছিলেন 'উম্মি' (নিরক্ষর)। তিনি পড়তে জানতেন না। কম্পিত কণ্ঠে বললেন—'আমি পড়তে জানি না।' ফেরেশতা জিবরাইল عليه السلام তাঁকে সনির্বন্ধ আলিঙ্গন করলেন। এরপর দ্বিতীয়বার পড়তে বললেন। কিন্তু প্রিয়নবি এবারও অস্বীকৃতি জানালেন। জিবরাইল عليه السلام তাঁকে আবারও আলিঙ্গন করলেন। এরপর আওড়াতে শুরু করলেন[১১]—

> 'পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালুর নামে; যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।' সূরা আলাক : ১-৫

উপরিউক্ত বাক্যগুলো নবিয়ে রহমতের ওপর নাজিলকৃত প্রথম ওহি। ফেরেশতা জিবরাইল عليه السلام-এর সুরত দর্শন ছিল নবিজির জন্য এক ভিন্ন রকমের অনুভূতি। তিনি ভয়ে কম্পমান অবস্থায় দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরে এলেন। খাদিজা رضي الله عنها-কে বললেন—'আমাকে ঢেকে দাও! আমাকে ঢেকে দাও!' স্ত্রী খাদিজা رضي الله عنها তাঁকে কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে দিলেন। ভয় দূরীভূত হওয়ার পর তিনি প্রিয়তমা স্ত্রীর নিকট সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। কম্পিত কণ্ঠে জানালেন—'আমি আমার জীবনের আশঙ্কা করছি।' খাদিজা رضي الله عنها পরম ভালোবাসায় তাঁকে আশ্বাস দিলেন। বললেন— 'আল্লাহর শপথ! তিনি আপনার ক্ষতি হতে দেবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখেন, বন্ধুদের সহযোগিতা করেন, অন্যের বোঝা নিজের কাঁধে নিয়ে তাদের কষ্ট দূর করেন। আপনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ও ইনসাফ কায়েমে অগ্রবর্তী।'[১২]

---

১০. ইবনে সাদ, 'আত-তাবাকাতুল কুবরা', বৈরুত, ১৯৬০ (১৩৮০), খণ্ড-১, পৃ.-১৯২; মুহাম্মাদ ইবনে জারির আত-তাবারি, 'তারিখুর-রুসূল ওয়াল মুলুক', কায়রো, ১৯৬০, খণ্ড-২, পৃ.-২৯৮-১৯৯

১১. বুখারি, অধ্যায় : 'বাবুল ওয়াহি', খণ্ড-১, পৃ.-২ ৩; ইবনে হিশাম, 'সিরাতুন-নববিয়্যাহ', কায়রো, ১৯৫৫ (১৩৭৫), বই-১, (খণ্ড-১ ও ২), পৃ.-২৩৬; মুহাম্মাদ ইবনে জারির আত-তাবারি, 'তারিখুর-রুসূল ওয়াল মুলুক', কায়রো, ১৯৬০, খণ্ড-২, পৃ.-২৯৯; আল্লামা শিবলি নোমানি, 'সিরাতুন-নবি', আজমগড় (ভারত), ১৯৬২, খণ্ড-১, পৃ.-২০১-২০৩; আরও দেখুন 'আদ-দুরার', ইবনে আবদুল বার (পৃ.-৩৩-৩৪); আবদুর রহমান সুহাইলি, 'আর রাউদুল উনুফ', আবদুর রহমান সুহাইলি, (খণ্ড-১, পৃ.-১৫৩); ও মুসলিম।

১২. মুহাম্মাদ ইবনে জারির আত-তাবারি, 'তারিখুর-রুসূল ওয়াল মুলুক', কায়রো, ১৯৬০, খণ্ড-২, পৃ.-২৯৯; বুখারি, অধ্যায় : 'বাবুল ওয়াহি', খণ্ড-১, পৃ.-৩; আল্লামা শিবলি নোমানি, 'সিরাতুন-নবি', আজমগড় (ভারত), ১৯৬২, খণ্ড-১, পৃ.-২০৩; আরও দেখুন 'আদ-দুরার', ইবনে আবদুল বার (পৃ.-৩৪); ও 'মুসলিম।

# ৭

# হিজরি দ্বিতীয় বর্ষ

## মদিনায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের চক্রান্ত

নবিজি ও সাহাবিগণ মদিনায় হিজরত করলেও কুরাইশ মুশরিকরা মুসলিমগণ ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে জমে থাকা ক্ষোভ দূর করতে পারেনি। তারা নবিজির ক্রমবর্ধমান সফলতাকে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছিল না। ফলে মদিনায় মুসলিমদের ক্রমশ সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষে ঈর্ষান্বিত প্রকাশ করে। কুরাইশরা মুসলিমদের উঠতি প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে দমিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে নতুন করে ষড়যন্ত্রের নীলনকশা আঁকে। কদর্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের রাহবার হিসেবে মদিনায় উপযুক্ত মানুষটাকেও পেয়ে যায় তারা। সে আর কেউ নয়; মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে মদিনাবাসীরা তাদের সর্দার হিসেবে নির্বাচিত করার প্রাক্কালে নবিজি মদিনায় আসেন। উবাইয়ের নেতা হওয়ার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ততদিনে আল্লাহর রাসূল ﷺ মদিনার একজন বিজ্ঞ ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন। তিনি এতটাই প্রভাবশালী চরিত্রে পরিণত হন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ হয়ে যায়; অথচ সে রাসূল ﷺ-এর হিজরতের পূর্বে মদিনার সর্বেসর্বা ছিল।[১৩] তাই স্বভাবতই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নবিজি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ এবং ঘৃণার আগুনে জ্বলে আট আঙারি হয়ে যায়।

কুরাইশরা নবিজি ও সাহাবিদের প্রতি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর শত্রুতাপূর্ণ আচরণ ও মনোভাব সম্পর্কে জানতে পারে। তাই এবার তারা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর প্রভাব-প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে মুসলমানদের মদিনা থেকে বিতাড়নের চক্রান্তে লিপ্ত হয়। এ হীন উদ্দেশ্যে কুরাইশরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হুমকিস্বরূপ একটি চিঠি লিখে। চিঠিটি ছিল—'আমাদের লোকদের আশ্রয় দেওয়ার কারণে তোমরা মুহাম্মাদকে হয় হত্যা করবে; নতুবা মদিনা থেকে বের করে দেবে। যদি এটি করতে না পারো, তবে আমরা তোমাদের আক্রমণ করব এবং ধ্বংস করে দেবো। আর তোমাদের নারীদের বন্দি করা হবে।'[১৪] নবিজি এই চিঠি সম্পর্কে জানার পর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর কাছে যান। বলেন—'তুমি কি তোমার নিজের ভাই ও পুত্রদের সঙ্গে

[১৩]. ইবনে হিশাম, 'সিরাতুন-নববিয়্যাহ', বই-১, (খণ্ড-১ ও ২), পৃ.-৫৮৪; আবদুর রহমান সুহাইলি, 'আর-রাউদুল-উনুফ', খণ্ড-২, পৃ.-৫১

[১৪]. শিবলি নোমানি, 'সিরাতুন-নবি', খণ্ড-১, পৃ.-৩০৫; আবু দাউদ

চূড়ান্ত যুদ্ধে জড়াতে চাচ্ছ?’[১৫] আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিজ দলের লোকদের তার বিরুদ্ধে চলে যাওয়ার ভয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সরাসরি কু-কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।

কুরাইশরা যখন উপলব্ধি করল আবদুল্লাহকে দিয়ে লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না, তখন তারা মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী এলাকার অধিবাসীদের দিকে মনোনিবেশ করল। মদিনার মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে উসকানি দিতে শুরু করল।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মদিনায় আস্তে আস্তে তার পূর্বের প্রভাবশালী অবস্থান হারিয়ে ফেলে। মুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চললেও সে ভেতরে ভেতরে ঘৃণার চাষাবাদ করত। মুসলমানরা ইহুদিদের ব্যাপারেও যতদূর সম্ভব সতর্ক অবস্থানে থাকত। আদতে তাদের বিশ্বাস করাটাও নিরাপদ ছিল না। মুখে প্রকাশ না করলেও নবিজি ও মুসলিমদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষে তাদের অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। তারা যেকোনো মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতার মুখোশ খুলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সরাসরি দ্রোহে লিপ্ত হতে পারে—এমন আশঙ্কা ছিল। ইতিহাসবিদরা বলেন—‘মদিনায় আল্লাহর রাসূল ﷺ ও মুসলিমগণ ত্রিদলীয় শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল— কুরাইশ, ইহুদি ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর নেতৃত্বে মুনাফিক গোষ্ঠী।’[১৬]

মুসলমানগণ অতিমাত্রার কপটতা হেতু মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। মুনাফিকরা প্রত্যেকেই ভেতরে শত্রুতা লুকিয়ে রেখে প্রকাশ্যে ভালো আচরণ দেখাচ্ছিল। তারা ছিল ঘরের শত্রু। ফলে মুসলিমরা যেকোনো মুহূর্তে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুদের আক্রমণের ভয়ে থাকতেন। এই অস্থির পরিস্থিতি উবাই ইবনে কাব খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—‘নবিজি ও মুজাহির সাহাবিগণ মদিনায় আনসারদের জিম্মায় ছিলেন। ওদিকে কুরাইশদের চক্রান্তে গোটা আরব তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি এতটাই ঘোলাটে হয়ে পড়েছিল যে, সাহাবিগণ রাতে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় ঘুমোতে যেতেন।’[১৭]

এ সময়ই নবিজি ওহি মারফত[১৮] আত্মরক্ষার্থে তরবারি ব্যবহারের অনুমতিপ্রাপ্ত হন।

‘আল্লাহর রাহে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; অবশ্য কারও প্রতি সীমালঙ্ঘন করবে না।’ সূরা বাকারা : ১৯০

### নবিজির সতর্ক অবস্থান

উপরিউক্ত ওহি স্পষ্ট করে বলেছে, এখন থেকে শত্রুদের সাথে মুসলিমদের আচরণ কীরূপ হবে। নবিজি সিদ্ধান্ত নিলেন—এই আসন্ন পরিস্থিতিতে যেকোনো সমস্যা মোকাবিলার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকার। এ ছাড়া তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সতর্কতামূলক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।

---

১৫. শিবলি নোমানি, ‘সিরাতুন-নবি’, খণ্ড-১, পৃ.-৩০৬

১৬. ড. মাজিদ আলি খান, ‘The Last Prophet’, পৃ.-৩৯

১৭. বুখারি, ‘লি-বাব ফি-আসবাব আত-তানজিল’; ‘মুসনাদ আহমাদ’ ; ‘আবু দাউদ’ ; শিবলি নোমানি, ‘সিরাতুন-নবি’, খণ্ড-১, পৃ.-৩০৮

১৮. ইবনে জারির আত-তাবারি, তাফসির ; ইবনে আবদুল বার, ‘আদ-দুরার’ এর পাদটীকা, পৃ.-১০৩; মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকাল, ‘হায়াতু মুহাম্মাদ’, উর্দু অনুবাদ, পৃ.-৪৭৯; ইবনুল কাইয়্যিম, ‘জাদুল মাআদ’, খণ্ড-১, পৃ.-৩১৪

# ৮

# হিজরি তৃতীয় বর্ষ

## ইহুদিদের বদর যুদ্ধপরবর্তী বিশ্বাসঘাতকতা

বনু কাইনুকা যুদ্ধের আলোচনায় আমরা ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে আবছা ধারণা পেয়েছি, আর এখানে কিছুটা বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করব।

বদর যুদ্ধের পর ইহুদিরা নবিজির বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে। হুয়াই ইবনে আখতাব, সাল্লাম ইবনে হুকাইক, আবু রাফি, আল রাবি ইবনুল রাবি ইবনে আবুল হুকাইক, কাব ইবনে আশরাফ ও আবু আম্মারসহ নেতৃস্থানীয় ইহুদি ব্যক্তিবর্গের একটি প্রতিনিধি দল কুরাইশ, গাতফান ও বনু কুরায়জাকে[১৯] মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার হীন উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

ইহুদিরা কুরাইশদের সাক্ষাতের জন্য মক্কায় ধরনা দিলে কুরাইশরা বলে— 'তোমরা ইহুদিদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। আসমানি কিতাবের অধিকারী। তা ছাড়া আমরা আর মুহাম্মাদ উভয়ের সম্পর্কেই তোমরা ভালোভাবে অবগত। তাহলে বলো তো, কাদের ধর্ম উত্তম?' ইহুদিরা উত্তর দিলো—'মুহাম্মাদের ধর্ম থেকে তোমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠতর, আর তোমরাই সঠিক পথের ওপর আছ।' নবিজি ওহি[২০]

মারফত ইহুদিদের এহেন বিদ্বেষপূর্ণ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হন। তারা আল্লাহর দ্বীনের ওপর পৌত্তলিকতাকে শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছে; অথচ তারা আসমানি কিতাবের দাবিদার। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

> 'তুমি কি তাদের দেখনি, যাদের কিতাবের জ্ঞান থেকে কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অবস্থা হচ্ছে এই, তারা "জিবত" ও "তাগুত"কে মানে আর কাফিরদের সম্বন্ধে বলে, ঈমানদারদের তুলনায় অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত? এই ধরনের লোকদের ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন। আর আল্লাহ যাকে অভিশপ্ত করেন, তার জন্য তুমি কোনো সাহায্যকারী পাবে না।' সূরা নিসা : ৫১-৫২

---

১৯. অধ্যাপক আকবরাবাদি, 'আহদে নাবাওয়ি কে গাজওয়াত ওয়া সারয়াহ': 'বুরহান' (দিল্লি), খণ্ড-৭৫, নং-৩ (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫), পৃ.-১৩৫ (৭)

২০. অধ্যাপক আকবরাবাদি, 'আহদে নাবাওয়ি কে গাজওয়াত ওয়া সারয়াহ': 'বুরহান' (দিল্লি), খণ্ড-৭৫, নং-৩ (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫), পৃ.-১৩৬

**নোট :** তাগুত ও জিবত আহলে কিতাবদের দুটি মূর্তির নাম।

উপরিউক্ত প্রতিনিধি দলে কতক অনিষ্টকর, ফিতনাবাজ লোকও ছিল। তারা সাধারণ মানুষদের ইসলাম গ্রহণে নিরুৎসাহিত করত। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ইরশাদ হচ্ছে—[২১]

> ‘তাদের কাছে সত্য প্রকাশ পাওয়ার পরও অনেক কিতাবধারী (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) ঈর্ষাবশত তোমাদের ঈমান গ্রহণের পর আবার তোমাদের কাফির বানাতে চায়। তোমরা ক্ষমা করে যাও এবং উপেক্ষা করতে থাকো—যতক্ষণ না আল্লাহ (এ ব্যাপারে) তাঁর হুকুম প্রদান করেন। আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম।’ সূরা বাকারা : ১০৯

### কাব ইবনে আশরাফ

তৎকালীন আরবে কারও বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ অপপ্রচার চালানোর প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কবিতা ব্যবহৃত হতো। কবিদের মূল দায়িত্ব ছিল কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঘৃণা আর প্রতিহিংসার অগ্নিশিখা উসকে দেওয়া। ইহুদিরাও বসে থাকল না। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে এই হাতিয়ার কাজে লাগাল। কাব ইবনে আশরাফ ছিল ইহুদি কবিদের মধ্যে অন্যতম। সুদর্শন চেহারার কাব কবিতার মাধ্যমে সহজ-সরল ও সুন্দরী নারীদের হৃদয় কেড়ে তার লাম্পট্য কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করত। প্রতিবেশী গোত্রগুলোর সাথেও তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।

মহানবি ﷺ-এর প্রতি ঘৃণা আর প্রতিহিংসায় তার অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। বদরের বিজয় তাকে আরও উসকে দেয়। বদর যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অসামান্য সাফল্য সে মেনে নিতে পারেনি, যার দরুন সে ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বদর যুদ্ধের পর সে (উপরোল্লিখিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে) মক্কায় যায়। যুদ্ধে নিহত কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নামে বিষাদ সংগীত রচনা করে। অতঃপর করুণ সুরে সেগুলো গাইতে থাকে। সে কুরাইশদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরেকটি যুদ্ধের প্রতি উসকে দেয়।[২২] তাদের আন্দোলিত করতে থাকে, তারা যেন বদরে নিহত নেতৃবৃন্দের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আরেকটি যুদ্ধে জড়ায়।

---

২১. অধ্যাপক আকবরাবাদি, ‘আহদে নাবাওয়িকে গাজওয়াত ওয়া সারয়াহ’: ‘বুরহান’ (দিল্লি), খণ্ড-৭৫, নং-৩ (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫), পৃ.-১৩৬

২২. ইবনে জারির আত-তাবারি, ‘তারিখুর-রুসূল ওয়াল মুলুক’, খণ্ড-২, পৃ.-৪৮৮; ইবনে হিশাম, ‘সিরাতুন-নববিয়্যাহ’, খণ্ড-২, পৃ.-৫১-৫২; অধ্যাপক আকবরাবাদি, ‘আহদে নাবাওয়ি কে গাজওয়াত ওয়া সারয়াহ’ : ‘বুরহান’ (দিল্লি), খণ্ড-৭৫, নং-৩ (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫), পৃ.-১৩৮